সারাহ- ফারাহ-এর অবাক কান্ড

লুৎফর রহমান শাওন ॥ সারাহ আর ফারাহ ওরা দু'বোন। সারাহ ছোট আর ফারাহ বড়। দু'বোনের অবাক করা এক কান্ড দেখে অনেকেই হতভম্ব। হঠাৎ একদিন আমার পোষ্ট অফিসের ঠিকানায় একটি চিঠির খাম পেলাম। ভেতরে অদ্ভুত সুন্দর একটি কার্ড। মনে হলো অতি নিখুঁতভাবে হাতে এটি করা হয়েছে। বাবা মার পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি দাওয়াত পত্র। এই দাওয়াত পত্রের মধ্যে যে একটি বৈচিত্র ও নতুনত্ব ভাব আছে তা হাতে নিলেই বোঝা যায়। আশ্চার্য হলাম কার্ড দেখে কারণ সেখানে কোন ভ্যানু নেই আছে শুধু তারিখ আর সময়। সাথে বলা আছে ফরমাল ড্রেস পরে আসতে হবে। সময়, তারিখ আছে কিন্তু স্থান নেই। আশ্চার্য কান্ড। তবে কি ভুল করেছে। না এতো বড় ভুল তো হতে পারেনা। ফোন করে জানতে পারলাম বিষয়টি গোপনীয় তাই স্থান উল্লেখ করা হয়নি তবে ঠিক সময় মতো স্থান জানতে পাবো। তাই হলো, ২৭শে জুলাই রোববার অনুষ্ঠানের ঠিক কয়েকদিন আগে ভ্যানু জানানো হলো। রোজবে থেকে ক্রুজ ভ্রমন। ঠিক পাঁচটায় যথাস্থানে উপস্থিত থাকার বিনয়ী অনুরোধ আমাকে অনেকটা নরম করে দিল। একই দিন অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে আমার রেডিও অনুষ্ঠান। কি করি অনুষ্ঠানের। আমার সঙ্গে যারা আছেন তারা সবাই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রিত অতিথি। তাদের পাবার কোন আশা নেই। শেষ পর্যন্ত স্থির করা হলো প্রি-রেকোডিং করে অনুষ্ঠান চালানো হবে। সারাই আমার সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করেছে। সব কিছুর মধ্যে ছিল একটি গোপনীয়তা। আর এই গোপনীয়তা কারণ বাবা মাকে একটি সারপ্রাইজ দেয়া। তারা তাদের জানতে দিতে চায়না পচিশ বছর পূর্তিতে মেয়েরা কি করছে। সেই সাথে লক্ষ্য করলাম অতিথিদের বিমোহিত করার একটি প্রাণবন্ত চেষ্টাও এই দুই বোনের মধ্যে রয়েছে।

যথাসময়ে ঠিক অজিদের মতো ঘড়ির কাঁটা মেপে মেপে পাঁচটায় রোজবে ওয়ার্ফে গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে প্রথমেই চোখে পড়লো বাংলাদেশ সোসাইটি ক্যাম্বেলটাউনের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল ফারুক ও আলাউদ্দিন অলোকের সাথে। দু'জনের গায়েই তখন সাদা সার্ট, টাই আর কালো প্যান্ট। গত কয়েকমাসে আমার আলমারিতে গিফটের বেশ অনেকগুলো ফতুয়া, পানঞ্জাবী আর সার্ট জমা হয়ে আছে । ভাবছি সাদা একটি ফতুয়া পরবো কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফরমাল ড্রেস এর কথা মনে হতেই হাত দিলাম সাদা সার্ট এর দিকে। সার্ট গায়ে দিয়ে বুঝতে পারলাম ডাক্তার কেন ওজন কমাতে বলেছে। ইদানিং শরীরের ওজন যে অনেক বেড়েছে তা ঠাওর করতে পারলাম। সার্টের টান টান ভাব গায়ে। আমি যতো অনুষ্ঠানেই যাই সব অনুষ্ঠানেই যাচ্ছেতাইভাব। ভ্যাদা মাছের মতো লাগলেও পোষাকে আষাকে আমি কখনো সচেতন নই। ভেতরে ভেতরে সব সময় বাঙালী ভাবতে গর্ব বোধ করি। আমার মস্তিস্কের চারিদিকে বাঙালীর মধুর ঘ্রাণ ম-ম করে। আমাকে যারা চেনেন তাদের কাছে আমি গায়ে যাই পরি তাতে কিছু আসে-যায় না। এবার ইকবাল ফারুক আর অলোককে দেখে মনে সাহস হলো এই ভেবে যে ওরাও আমার মতো একটা ড্রেস চেপে এসেছে।

আস্তে আস্তে রোজবে ওয়ার্ফ প্রাঙ্গন বাংলাদেশী রমনী আর পরিচিতজনদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠলো। এতো লোকের সমাবেশ হবে বুঝতে পারিনি। বিরাট একটি ক্রুজ ঘাটে নোঙর ফেললো ঠিক ছ'টা নাগাদ। পুরো এক ঘন্টা বাইরে আড্ডা মেরে কাটিয়ে দিলাম। এরই মধ্যে কানে এলো ক্রুজে সাপ্লাই দেয়ার জন্য খাবার গাড়ীটি পথে মধ্যে এ্যাক্সিডেন্ট করেছে। সমস্যা তো হঠাৎ করেই আসে। এর কোন নোটিশ বা প্যাসকিপশান এর প্রয়োজন নেই। সবাই এবার ক্রুজ এর দিকে এগিয়ে গেলাম। ভ্রমন তরী থেকে রাস্তা পর্যন্ত সবাই সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। সারাহ ফারাহই এভাবে সবাইকে দাঁড় করিয়েছে। এমন সময় সাদা রঙের একটি লিমোজিন গাড়ী এসে ভ্রমণ তরীর সামনে থাকলো। আমরা

সবাই অবাক। আরও অবাক হলাম গাড়ী থেকে যখন বড়-কণে বের হয়ে এলো। কণের চোখে অশ্রু। অনর্গল কাঁদছে। অপূর্ব বিয়ের সাজে গাড়ী থেকে নেমে এলো দু'জন। সারিবদ্ধ সবাই বরণঢালা দিয়ে তাদের বরণ করে নিলো করতালির মধ্যদিয়ে। সারাহ আর ফারাহ তাদের বাবা মার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। বেশ কিছুক্ষন চললো ফটোসেশন। তারপর আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে তারা ভ্রমণ তরীর দিকে এগিয়ে গেল। প্রায় দেড় শত যাত্রী নিয়ে ভ্রমণ তরী সমুদ্রে গর্জন করে এগুতে শুরু করলো। আমরা ভেসে উঠলাম প্রশান্ত সমুদ্রে।

ভ্রমন তরীর ভেতরটাও সাজানো হয়েছে অর্পূবসাজে। টেবিলের উপর গ্যাস বেলুন, মূল ডেকের চতুরদিকে রঙিন কাগজ কেটে লাগানো হয়েছে ডেকোরেশন পিস হিসেবে। তরীটি যতই এগুতে থাকে অতিথিদের রঙ্গ-রস, আন্তিরিকতা, সৌহাদ্য আর প্রীতি যেন ততই গভীরে স্পর্শ করতে থাকে। এক সময় মেতে উঠে সবাই। আড্ডা হয় ভ্রমণ তরীর প্রথম ফ্লোরে, দ্বিতীয় ফ্লোরে এমনকি ছাদে। এরই মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ রেডিওতে অজবাংলার অনুষ্ঠান শুনলাম। অপূর্ব লাগছিল সমুদ্রের জলের উপর ভেসে ভেসে নিজের কণ্ঠ শুনতে। এ যেন এক নতুন অভিজ্ঞতা। হুমাউন আহমেদ যেমন তার নাটকে নায়ককে মাটিতে পুতে গলা বের করে পূর্ণিমার চাঁদ দেখিয়েছেন। ঠিক তেমনি আমার মনে হয়েছে জলের ভেতর ডুবে কান দুটো বের করে নিজের কণ্ঠ শুনি। এযে এক ধরনের পাগলামি তাতে সন্দেহ নেই। আসলে মনের ভেতর কখনো সখনো অপ্রয়োজনীয় বিষয় ঢেউ খেলে। আমার মনেও তাই হলো।

অন-ট্রে খাবার পরিবেশিত হলো। তারপর আবার আড্ডা। এই আড্ডায় যোগ দিলেন গামা আব্দুল কাদির, ড. আব্দুর রাজ্জাক, ফজলুল বারী, হারুন রশিদ আজাদ, শাহীন মোহাম্মদ আমানউল্লাহ, আলাউদ্দিন অলোক, ইকবাল ফারুক, নুরুর রহমান খোকন, আল নোমান শামীমসহ আরও অনেকেই। আলোচনাগুলো বেশ জমে উঠেছিল। এরই মধ্যে মেইন কোস্ খাবারের ঘোষণা এলো। শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে পরিবেশিত হলো পোলাও, রোষ্ট, খাশির রেজালা, কাবাব আর শালাদ। মজাদার খাবারের সুঘ্রাণে মনের ভেতর ক্ষুধার সুবাতাস যেন সাইক্লোনের মতো পেটে এসে লাথি দিতে থাকলো। তারপরও নিয়ম-নীতির প্রতি সবাই শ্রদ্ধাশীল তার প্রমাণ দেখালো সবাই। সব শেষে পচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কেক কাটার পালা। এই সময় শুভেচ্ছা জানালেন এই সুখী দম্পতি কে অনেকেই। বিশাল কেক কাটার মধ্যদিয়ে উদযাপিত হলো পচিশতম বিবাহ বার্ষিকী। সবশেষে ছিল নির্বাচিত অতিথিদের জন্য পুরস্কার। সেরা কাপল, সেরা পোশাক আর সেরা অনেক কিছুর জন্যই ছিল সারাহ-ফারাহর পক্ষ থেকে পুরস্কারের ব্যবস্থা। এই দুই বোন বাবাকে সারপ্রাইজ দেয়ার জন্য অনুষ্ঠানের ভ্যানু থেকে সবই গোপন রেখেছে। সকালে মার মেকআপের জন্য বাড়ীতে পাঠিয়েছে বিউটিশিয়ান বাবা মাকে সিডনি শহর ঘুরিয়ে ভ্যানুস্থানে আনার জন্য ভাড়া করা হয়েছিল লিম্যুজিন আরও কতকি। আমরা অতিথি হয়ে যারা গিয়েছে তারা মাত্র কয়েক ঘন্টা এই ভ্রমন তরীতে আনন্দ করে বাড়ী ফিরে এসেছি কিন্তু এই দুটি বোন এর জন্য কাজ করেছে গত কয়েকটি মাস। তাদের পরিশ্রম ও ক্লান্তি সফল হয়েছে। বাবা মাকে যেমন দিয়েছে সারপ্রাইজ ঠিক তেমনি অতিথিদের দিয়েছে আনন্দ।

সুপ্রিয় পাঠক নিশ্চয়ই আপনারা ভাবছেন কে এই সৌভাগ্যবান ও সৌভাগ্যবতী তাই না। ফারা আর সারা এই দু'বোনের যোগ্য পিতা আর কেউ নয় আমাদের অতি প্রিয় কায়সার ভাই অর্থাৎ কায়সার আহমেদ আর মাতা খালেদা কায়সার। শুভ হোক আপনাদের পচিশতম বিবাহ বার্ষিকী। শুভ হোক আপনাদের স্বপ্ন। দীর্ঘজীবী হন। সেই সাথে সারাহ আর ফারাহর প্রতি অনেক অনেক শুভেচ্ছা তোমাদের এমন পাগলামির জন্য। তোমাদের মতো পাগল সন্তান যার ঘরে আছে তিনি সত্যিই

ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতী। বেঁচে থাকো অনেক দিন আমাদের মাঝে আর সুখময় হউক তোমাদের ভবিষ্যত জীবন।

অনুষ্ঠানের ছবির জন্য অপেক্ষা করুন >>>